গভীর সমুদ্র থেকে টুনা সংগ্রহের পরিকল্পনা, নেয়া হচ্ছে “পাইলট প্রকল্প”

বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। দেশে বর্তমানে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৪২.৭৭ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মাছ মোট ৩৬.২২ লাখ মেট্রিক টন ও উপকূলীয় সামুদ্রিক মাছ ৬.৫৫ লাখ মেট্রিক টন। তবে সমুদ্রে অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহ করা হয় না। গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ আহরণ করলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উপরে উঠে যাবে।

মিয়ানমার ও ভারতের দখল থেকে মুক্ত হয়ে মোট এক লাখ ৩১ হাজার ৯৮ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। নীল জলরাশির তেল, গ্যাস, মাছসহ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষা ও এর আহরণে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে সৎ ও দক্ষ জনবল গড়তে চায় সরকার।

দেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াতে কয়েকটি ভ্যাসেল কেনার পরিকল্পনা করছে মৎস্য অধিদপ্তর। এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে বেশি পরিমাণে টুনা মাছ আহরণ করা হবে। ‘গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প’ হাতে নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১ কোটি ৬ লাখ টাকা।

আগামীকাল মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটি উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেলে চলতি মাস থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মাছের প্রাপ্যতা যাচাই ও আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া গভীর সমুদ্রে অনাহরিত টুনা ও সমজাতীয় মাছ আহরণের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা এর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হবে।

গভীর সমুদ্রে টুনা ধরতে তিনটি লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ভ্যাসেল কেনা হবে। এছাড়াও ভ্যাসেল পরিচালনা করতে দেশি-বিদেশি পরামর্শক

নিয়োগ করা হবে। এছাড়া টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি, ক্রুসহ টুনা আহরণে নিয়োজিত ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৩৭ জন দেশীয় ও সাতজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) মোহাম্মদ জাকির হোসেন আকন্দ জানান, আমরা বিশাল সমুদ্র জয় করেছি। এটাকে কাজে লাগাতে সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ ধরতে একটা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি আগামী একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে।

আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে মৎস্য আহরণের আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার পেয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে নতুন নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ প্রধানত সাগরের অগভীর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই মৎস্য সংরক্ষণ আইন সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয় না। এছাড়া আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ চারটি ফিশিং গ্রাউন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারি উদ্যোগে নতুন ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং মূল্যবান প্রজাতির টুনা মাছ আহরণে দক্ষতা অর্জন করতে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে দ্রুত সম্পৃক্ত করা হবে। দেশে ও বিদেশে টুনা মাছের অনেক চাহিদা। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ আয় করা সম্ভব।

এ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) রমজান আলী জানান, সামনে দেশে মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য আমরা বেশকিছু প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছি। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মাছ উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। সামুদ্রিক মাছ বলতে উপকূলীয় এলাকা থেকে উৎপাদিত মাছ।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখন গভীর সমুদ্রে থেকে সরকারিভাবে টুনা মাছ আহরণে ব্যাপারে ভাবছি। এতে করে দেশে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়বে। এ জন্য ভ্যাসেলও কেনা হবে। ভ্যাসেল কেনার পরেই আমরা

গভীর সমু্দ্র থেকে টুনা মাছ ধরবো। আহরণ না থাকায় টুনা মাছ অনেক দামি। সাধারণ মানুষ খেতে পারেন না। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের মতো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবো সুস্বাদু টুনা মাছ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সিনহা হত্যা: টেকনাফে তদন্ত কমিটির গণশুনানি আজ

কক্সবাজারে সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আজ রোববার ‘গণশুনানি’ করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি।

সকাল ১০টায় টেকনাফ শামলাপুর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জের (সিআইসি) কার্যালয়ে এই গণশুনানি শুরু কথা রয়েছে। তবে টেকনাফে বৈরী আবহাওয়ার কারণে গণশুনানির সময় পেছাতে পারে বলে জানা গেছে।

শুনানিতে প্রত্যক্ষদর্শীরা উপস্থিত থাকবেন। এ বিষয়ে গত বুধবার কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মেজর (অব.) সিনহা রাশেদ খানের নিহতের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির সদস্য মোহাম্মদ শাজাহান আলি স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর এলাকায় চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান।

এ ঘটনায় মেজর সিনহার বোনের করা মামলায় পরিদর্শক লিয়াকত আলীকে প্রধান আসামি এবং ২ নম্বর আসামি করা হয় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশকে।

তারা ছাড়াও সাত জনকে এজহারভুক্ত আসামি করা হয়েছে। আলোচিত এই মামলায় অন্য আসামিরা হলো, এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিত, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, এএসআই লিটন মিয়া, এএসআই টুটুল ও কনস্টেবল মোহাম্মদ মোস্তফা।

এ মামলার চার আসামি ও পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীসহ সাতজন র্যাব হেফাজতে ৭ দিনের রিমান্ডে রয়েছে।

প্রধান আসামি পরিদর্শক লিয়াকত আলী এবং ২ নম্বর আসামি টেকনাফ থানার বহিষ্কৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিত জেলা কারাগারে রয়েছে।

এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ গত ২ আগস্ট চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে আহ্বায়ক করে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

এই কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে ঘটনার কারণ ও উৎস অনুসন্ধান করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে মতামত দেবে।

মন্ত্রণালয় প্রথমে সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা থাকলেও অতিরিক্ত আরও সাত কর্মদিবস সময় বাড়ানো হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

ঝুলে আছে ৭ সহস্রাধিক শিক্ষকের নিয়োগ

সারা দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিরাজ করছে শিক্ষক সংকট। বিশেষ করে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে তা চরম আকার ধারণ করেছে। ২০১৯ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সংকট দূর করতে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় সাত সহস্রাধিক উত্তীর্ণ হলেও নানা জটিলতায় ঝুলে আছে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া। নেয়া হচ্ছে না মৌখিক পরীক্ষা। ফলে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এ নিয়োগপ্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০১৯ সালের ৬

সেপ্টেম্বর এ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানিয়েছে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বশেষ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ২০১১ সালে।

এরপর থেকে বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল। তবে বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে স্কুলগুলোর জন্য বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া, বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে যারা শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়ে আসেন, তাদের বেশিরভাগই পরে অন্য চাকরিতে চলে যান। এতে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট থেকেই যায়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রার্থীরা জানান, তারা ৭ হাজার ১৬১ জন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও অনেকেই বিভিন্ন পদে এরই মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি জুলাই পর্যন্ত পিএসসির অধীন অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বা অপেক্ষায় আছেন। এ সময়ের মধ্যে ৩৭তম বিসিএসের নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৩৬৫ জন নিয়োগ পেয়েছেন।

৩৮তম বিসিএসে ২ হাজার ২০৪ জন নিয়োগ পেয়েছেন। এ ছাড়াও ৪ জানুয়ারি ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ নিয়োগ থেকে অপেক্ষমাণ তালিকা করার দাবি জানিয়েছেন প্রার্থীরা। তারা জানান, যে শিক্ষক সংকট চলছে, তাতে শূন্য পদের অপেক্ষমাণ তালিকা করা জরুরি। সরকারি নিয়োগে অপেক্ষমাণ তালিকা থাকলে কোনো পদ শূন্য থাকবে না। প্রার্থীরা আরও জানান, ১ হাজার ৩৭৮টি পদের বিপরীতে তারা পাস করেছেন ৭ হাজার ১৬১ জন। পরে পদ বাড়িয়ে ১ হাজার ৯৯৯টি করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বরিশাল আঞ্চলিক পরিচালক অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বরিশাল বিভাগের ২২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ভয়াবহ। স্থায়ী প্রধান শিক্ষক আছেন মাত্র দুটিতে। তিনি মাউশিকে পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন, স্কুলগুলোতে গড়ে ৩৮ ভাগ শিক্ষক নেই। তবে বরিশাল নগরীর দুটি স্কুল বাদ দিলে এ পার্সেন্টিজ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ।

তিনি জানান, চলতি সপ্তাহে মাউশির পরিচালককে (মাধ্যমিক) এ বিষয়ে লিখিত তথ্য দিয়েছেন। দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতি বন্ধ

থাকায় এ জট সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত এলাকা বিশেষ করে ভোলার দৌলতখান, পিরোজপুরের কাউখালী এবং বরগুনার বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই খারাপ।

বরগুনা সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আজহারুল হক জানান, ৫২ জন শিক্ষক পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ১৫ জন। মাত্র ১৫ জন শিক্ষক দুই শিফটে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীকে পাঠদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বরগুনা সরকারি বালক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাহমুদ চৌধুরী জানান, তার প্রতিষ্ঠানে ৫১ শিক্ষক পদের বিপরীতে আছে ২২ জন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক বেলাল হোসেন বলেন, এ নিয়োগ কার্যক্রমটি পিএসসি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে পরীক্ষা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিকের জন্য ডাকা হবে এমন সময় করোনায় আসায় তা হয়নি। তবে খুব শিগগিরই তা অনুষ্ঠিত হবে। তবে এ বিষয়ে পিএসসি সচিব আছিয়া খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র- যুগান্তর

এবার মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কমিটিতে ১০ নারী

নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এবার পবিত্র দুই মসজিদ মক্কা ও মদিনার পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ জন নারীকে নিয়োগ দিল সৌদি আরব সরকার।

মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ শনিবার এক বিবৃতি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। খবর আরব নিউজের।

পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ নারী নিয়োগের ব্যাপারে বিবৃতিতে বলা হয়েছে- “গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বস্থানে নারীর ক্ষমতায়ন

গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে।”

সৌদি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এসপিএতে বলা হয়েছে, পবিত্র দুই মসজিদের কার্যক্রমে কমিটিতে নিয়োগ পাওয়া নারীদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেসব কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রণয়ন, নির্দেশ, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক বা তদারকি পরিষেবা যাই হোক না কেন।

পবিত্র কাবা শরীফের কিং আব্দুল আজিজ কমপ্লেক্সের উপ-প্রধান আব্দুল হামিদ আল-মালিকি বলেন, গ্র্যান্ড মসজিদে আসা মানুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই কমিটিতে নারী নেতৃত্ব থাকলে আরও ভালো মানের সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান-কে কোথায় এগিয়ে, কোথায় পিছিয়ে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভাগ হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই দেশভাগেরও ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই দেশভাগের ৭ দশক পর এই তিনটি দেশ কেমন আছে? রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এই তিন দেশ?

সেই পরিসংখ্যান নিয়েই এবারের আয়োজন। এই পরিসংখ্যানে প্রমাণ হয়, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের থেকেও এগিয়ে। যদিও বাকি দুই দেশের চেয়ে অনেক পরে স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ।

মাথাপিছু জিডিপি: তিন দেশের মধ্যে মাথাপিছু জিডিপিতে শীর্ষে ভারত। তাদের জিপিপি ২১৬৯ ইউএস ডলার। এরপরই আছে বাংলাদেশ (১২৮৭.৮) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১১৮৫.৫)।

জিডিপি: এখানেও শীর্ষে আছে ভারত। তাদের জিডিপি ২.৯। এরপর আছে

বাংলাদেশ (২০৯.৯৭) এবং পাকিস্তান (২৫৬.৭৩)।

গ্রস সেভিংস জিডিপি: এক্ষেত্রে শীর্ষ দেশটির নাম বাংলাদেশ (৩৩.৩%)। এরপর আছে ভারত (৩১.১%) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১৯.৩%)।

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ : সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ এবং সুবিধার দিকে দিয়ে এই তিন দেশের মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত। ১০০ মার্কের মাঝে তারা পেয়েছে ৭১.১। এরপর আছে পাকিস্তান (৬১.০) এবং এক্ষেত্রে সবার পেছনে পড়ে গেছে বাংলাদেশ (৪৫.১)।

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা নাগরিক: এক্ষেত্রে তিন দেশের পরিস্থিতিতে খুব একটা বড় পার্থক্য নেই। তিন দেশেই অসংখ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। যার মাঝে ভারতের ২১.৯%, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমান ২৪.৩% মানুষ আছেন।

শিশুমৃত্যুর হার: এক্ষেত্রে বাকি দুই দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো। ভারতে যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ২৯.৯ এবং পাকিস্তানে ৫৭.২ জন শিশু মারা যায়, সেখানে বাংলাদেশ এই শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে ২২.১ জনে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ : ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষে। রেটিং ৪.১। ভারতের ৫.৭ এবং খুব খারাপ অবস্থায় থাকা পাকিস্তানের রেটিং ৯.৭।

প্রাথমিক শিক্ষা: শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রীতিমতো ছক্কা মেরে দিয়েছে বাংলাদেশ (১১৬.৫%)। এরপর আছে ভারত (১১২.৯%) এবং পাকিস্তান (৯৪.৩%)।

শিক্ষার হার: এক্ষেত্রে শীর্ষে আছে ভারত। সেখানে শিক্ষার হার ৭৪.৪%। সামান্য পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের শিক্ষার ৭৩.৯%। সবার শেষে থাকা পাকিস্তানের শিক্ষার হার ৫৯.১৩%।

জন্মহার : এই তিনটি দেশই জনবহুল এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। জন্মহার নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে বাংলাদেশ (২.০)। দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারত (২.২) এবং তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান (৩.৫)।

গড় আয়ু: এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শিরোপা অর্জন করেছে। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর। ভারতে ৬৯.৪ এবং পাকিস্তানে ৬৭.১ বছর।

বায়ু দূষণ: বায়ু দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ভারতে (৯০.৯)। শীতের মৌসুমে দেশটির রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহর ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ (৬০.৯)। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা বাকি দুই দেশের চেয়ে ভালো (৫৮.৩)।

বিদ্যুৎতায়ন: বেশি সংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসায় সবচেয়ে এগিয়ে ভারত (৯৫.২%)। দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ (৮৫.২) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (৭১.১)।

সামরিক ব্যয় : শীর্ষে আছে বাংলাদেশ (১.৪%)। দ্বিতীয় স্থানে ভারত (২.৪%) এবং পাকিস্তান ৪.০%। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে এবার আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে নাকাল গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে বিধ্বস্ত বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা আমেরিকা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের।

বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত (রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ২ কোটি ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৬২৮ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৬৮ হাজার ৯৮৪ জনের।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবে যখন ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্ব, তখন আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। অন্তত ৯টি ভ্যাকসিন অনুমোদনের দৌড়ে আছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও।

এদিকে, রাশিয়ার প্রথম কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমালোচনা হলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর প্রশংসা করেছেন। আর ভ্যাকসিন উৎপাদনে ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারক

প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও। এছাড়া চীনের ভ্যাকসিনও রয়েছে সাফল্যের দোড়গোড়ায়।

করোনার টিকা নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করছে চীন। দেশটির সিনোফার্মের ভ্যাকসিনের সাফল্য অনেক দূর এগিয়েছে। সম্প্রতি সৌদি আরবে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
আগস্টের শেষ সপ্তাহে রুশ ভ্যাকসিন দেশটির চিকিৎসক ও শিক্ষকদের প্রয়োগ করা হবে। তবে এ ভ্যাকসিন তড়িঘড়ি করে অনুমোদন দেয়ায় ৫২ শতাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এটি নিতে প্রস্তুত নন বলে জানান। তিন হাজারেরও বেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের ওপর চালানো এক জরিপে শুক্রবার এ তথ্য উঠে এসেছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রেও এ ভ্যাকসিন নিয়ে জোর সমালোচনা চলছে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ ভ্যাকসিন নিয়ে তার আশার কথা শোনান।

নভেম্বর বা ডিসেম্বরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অব হেলথের প্রধান ফ্রান্সিস কলিন্স।

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকা অক্সফোর্ডের সম্ভাব্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোয় উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশগুলোর জন্য ব্যবহৃত হবে।

এদিকে, ভ্যাকসিনের ১০ কোটি ডোজ পাওয়ার জন্য অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে ব্রাজিল। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি

শ্রদ্ধা

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন।

শনিবার সকালে ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি।

করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যে দলীয় কর্মসূচি সীমিত আকারে পালন করার কথা থাকলেও ধানমণ্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দলীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার মানুষের উপচে পড়া ভীড় দেখা যায়।

সকাল সাড়ে ৫টায় রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে তার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সবার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য খুলে দেয়া হয়।

পরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ১৪ দলের নেতারা।

এসময় মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুব মহিলা লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি হাজারো মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়।

সকাল ৬টার মধ্যেই অগণিত মানুষের পদচারণায় ভরে ওঠে ৩২ নম্বর সড়ক। হাতে কালো ব্যানার ও বুকে কালোব্যাজ ধারণ করে নারী-পুরুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের মানুষ।

করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হওয়ার ভয় থাকলেও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে হাজারো মানুষ।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, তরিকত ফেডারেশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় প্রেস ক্লাব, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদ, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ বেতার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, শেখ রাসেল শিশু সংসদ, বিভিন্ন রাষ্টায়ত্ত ব্যাংকের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টে নিহতদের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর সাজাপ্রাপ্ত খুনিদের ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠন করতে হবে, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে হবে এটাই আমাদের লক্ষ্য।

সূত্র- যুগান্তর

খুনিদের ফেরাতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

ওবায়দুল কাদের বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঁচ খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

শনিবার জাতীয় শোক দিবসে বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টের শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘জাতীয় শোক দিবসে যারা জন্মদিন পালন করতো, সেটি এবার না করে কেক কাটার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসায় জনগণ স্বস্তি পেয়েছে। ’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

র্যাব হেফাজতে পুলিশের তিন সাক্ষী, থানায় অপহরণ মামলা

অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যার ঘটনায় পুলিশের করা মামলার তিন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা র্যাব। কিন্তু সেই সাক্ষী তিন জনকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা অপহরণ করেছে মর্মে মামলা নথিভুক্ত করেছে টেকনাফ থানা পুলিশ।

অথচ সেই সাক্ষীরা সিনহা হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে কারান্তরীণ হয়। তাদের সাত দিন করে রিমান্ডও মঞ্জুর করেছে আদালত। এ ঘটনার পর র্যাবের তদন্ত সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন সিনহা হত্যাকাণ্ডটি পরিকল্পিত।

তাদের মতে, ঘটনার দিন পুলিশের পক্ষ থেকে যে অভিযান চালানো হয়েছিল, সেটিও অবৈধ ছিল। কারণ বিধান অনুযায়ী ইউনিফর্ম পরে অভিযান চালানোর কথা; কিন্তু তা করা হয়নি। পাশাপাশি মেজর (অব.) সিনহাকে পুলিশের চেকপোস্টে গুলি করা হয়েছে বলে এতদিন প্রচার করা হলেও সেটি সত্য ছিল না। তাকে যে চেকপোস্টে গুলি করা হয়েছে, সেটি ছিল আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন)। অযাচিতভাবে পুলিশ সেখানে

গিয়ে গুলি চালিয়েছে। এসব বিষয় উঠে আসছে দেখে হয়তো তদন্ত বিঘ্ন করতে সাক্ষীদের অপহরণ করা হয়েছে বলে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, র্যাব মঙ্গলবার যে তিন আসামিকে (মো. আয়াছ, নুরুল আমিন ও নাজিমুদ্দিন) গ্রেফতার করেছে তাদের বাড়িতে গিয়ে আসামির স্বজনকে দিয়ে অপহরণের মামলা করতে বাধ্য করে টেকনাফ থানা পুলিশ। ঐ তিন জন ছিলেন পুলিশের দায়ের করা মামলার সাক্ষী।

সিনহা হত্যার পর পুলিশের সাক্ষী নুরুল আমিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, হত্যাকাণ্ডটি তিনি নিজের চোখে দেখেননি। ঘটনাটি তিনি শোনেনওনি। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তাকে সাক্ষী বানিয়েছে পুলিশ। মো. আয়াছ বলেছিলেন, ‘আমি স্বেচ্ছায় সাক্ষী হইনি। আমি সেদিন চেকপোস্টেই যাইনি।’

সোমবার বিকালে এই দুই সাক্ষীসহ অপর সাক্ষী নাজিমুদ্দিনের বাসায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে র্যাব। পরদিন মঙ্গলবার সিনহা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদের আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এর আগের দিন সোমবার মধ্যরাতে ঐ তিন জনের বাড়িতে গিয়ে টেকনাফ থানা পুলিশ তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পুলিশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপহরণ মামলা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঐ তিন আসামি গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টা যেতে না-যেতেই পুলিশ কেন অতি উত্সাহী হয়ে মামলা করল? এ ব্যাপারে জানতে টেকনাফের ওসির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

সিনহা হত্যার তদন্তের বিষয় ঘিরে র্যাব ও পুলিশের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে কি না, গণমাধ্যমকর্মীরা জানতে চাইলে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, র্যাব এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে করতে চায়। কাজেই এটি নিয়ে দুই সংস্থার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মেজর (অব.) সিনহা রাশেদ খান।

সূত্র- ইত্তেফাক

দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করবো বলে শোক ভুলে আছি: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরর স্বপ্ন দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করবো বলে সব শোক ভুলে আছি।

আজ শুক্রবার সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ইতোমধ্যে সম্পন্ন ৫০ হাজার বার পবিত্র কুরআন খতম ও জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে অনুষ্ঠেয় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এতিমসহ দেশের সব অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কাজ করবে সরকার।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন